চোর ও চাঁদ

কাবেরী রায়চৌধুরী

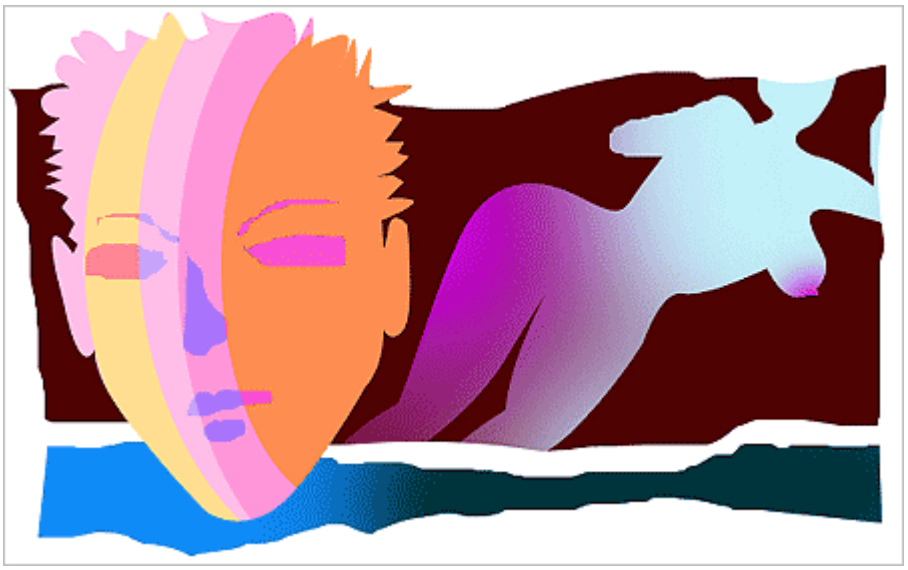

সন্ধে থেকেই ভয়ের ভাবটা আজ আবার মাথা চাড়া দিয়ে ঠল। কী মুশকিল ! এ কী সমস্যা। পুলিশ নয়, দারোগা নয়, একটা সামান্য মেয়েকে ভয় পাচ্ছে সে। নিতাই তার প্রশ্বাস স্বাভাবিক গতিতে রাখার চেষ্টা করল। কঞ্চি বেড়ার দেওয়ালে সুতো দিয়ে

ঝোলানো তেরচা করে ফাটা আয়নায় নিজের মুখটা আর একবার দেখে নিল। ফর্সা ফর্সা গায়ের রং তার। নিজের চোখ দেখে নিজেই মায়ায় পড়ে যায় আর কী মাঝে মাঝে। চোখে তো কোনও চোর চোর ভাব নেই তার ? তবে যে ইস্কুলে রাখালবাবু স্যার ক্লাস এইটে একবার বলেছিলেন, চোখই মনের আয়না। বুঝলি রে গর্দভরা ? তোদের এক একটাকে আমি পড়তে পারি, শুধু চোখ দেখে। হুম্ ! আমিও রাখালের বাচ্চা ! ছেলে ঠেঙিয়ে খাই ! কর দেখি কী বাঁদরামি করবি ? কর কর।' বলতে বলতেই থার্ড বেঞ্চে বসা কার্তিকের দিকে ছড়ি ঘুরিয়ে তাকালেন, বললেন, ওই যে কেতোটা, ওইটা হল 'গে কাঁচা খচ্চর।'

পুট্ করে পেছন থেকে ফার্স্ট বয় নিমাই বলে উঠেছিল, কাঁচা কেন স্যার ? পাকা নয় কেন ?

কে ? কে বলল ? কে বলল কথাটা ? অ্যাঁ ? সঙ্গে যে কী লাফ রাখালবাবুর। ধুতি আর পাম শ্যু পরনে, সরু লিকলিকে দুটো ঠ্যাঁ ভূতের পা যেন ! নৃত্য করছে ! ঝন্টিকা নৃত্য ! নিমাইয়ের সরস মস্তিষ্কপ্রসূত এই নাম। তারা প্রথমে জিজ্ঞাসা করেছিল, ঝন্টিকা নৃত্য মানে কী রে ? নিমাই হেসে হেসে বলেছিল, ঝাঁটা নাচ !

ও হরি ! ক্লাস শুদ্ধ ছেলে হেসেই খুন। এই বুদ্ধি না থাকলে কী আর নিমাই ক্লাসের ফার্স্ট বয় ? পালা করে কোলে তুলে নিয়ে নিমাইকে নেচেছিল তারা সেদিন।

আবার 'ম্যাঁও' ডাক, নিমাইয়ের কথার পাশাপাশিই প্রায়। এবার তেড়ে মেরে বেত নিয়ে এগিয়ে এলেন রাখালবাবু। কার্তিকের ওপরই তাঁর প্রথম আক্রোশ বর্ষণ হল। কার্তিক বেচারা প্রতিবাদের ভাষাও শেখেনি শৈশব কাল থেকেই, অশ্রু বর্ষণ ছাড়া। সে বেচারা কেঁদেই সারা। আর রাখালবাবু বলেই চলেছেন ঝাঁটা নাচ সহকারে, 'বলেছিলাম না তোদের, এই কেতোটাই নষ্টের গোড়া ? চুপ্পু শয়তান এক্কেবারে ! চোখ দুটো দেখ্ -- মিটমিট করছে। নিমাই আবার গলার স্বর বিস্তৃত করে বলে উঠেছিল, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে ... !'

অনেকগুলো বছর পরে এত এত পুরোনো কথা মনে পড়ছে আজ নিতাইয়ের। কী

ভীষণ যে ভাললাগায় মনের একুল ওকুল বয়ে যাচ্ছে তার ঠিকঠিকানা নেই যেন। ছাত্র জীবন যে এত ভাল ছিল বহুকাল বাদে বহু অভিজ্ঞতার নিরিখে যাঁচাই করতে পারছে আজ সে।

অল্প আলোয় আট বাই ছয় দরজা বেড়ার ঘরে চৌকিতে বসে ভাবছে এখন সে। গত দু-তিনদিন ধরেই ভাবনায় পেয়েছে তাকে যেন। ভাববার বিরতিতে মাঝে মাঝেই ভাবছে সে, এত মহা ঝামেলায় পড়া গেল ? মহা ফ্যাসাদ ! এত চিন্তাভাবনা তাকে পোষায় ? দিব্যি ঝাড়া ঝাটকা একখানা লাইফ তার। দিনে তাস পেটানো রাতে মাল কামাই। রিস্ক একটু আছে বটে, তবে ওটুকু বাদ দিলে মহা ফুরফুরে জীবন তার। 'অথচ মেয়েছেলেটার শালা কী খ্যামতা তাকে দিয়ে এইসব ভাবিয়ে ছাড়ছে !' এরকাম চলতে থাকলে তো কামাই হারাম হয়ে যাবে ! ন্নাহ্, আজ যে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, ওই গলিতে আর পায়ের ছায়া ফেলতে দেবে না সে। তিনদিন ধরে কামাই নেই কোনও। বসের ঝাড় জুটেছে কপালে। বসই বা ছাড়বে কেন ? তারই নিরাপত্তর ছত্রছায়ায় তারা নিশ্চিন্তে মাল সাফাই করতে পারে। সেও তার বখড়া চাইবে। তিনদিন হাত খালি। সন্দেহ ঢুকছে বসের মনে।

চৌকি ছেড়ে নেমে পড়ল নিতাই। আহ আর ওপথ নয় মোটেই। মনে মনে নিজেকেই গালাগাল দিল, এত দিন মেয়েছেলের ছায়া মাড়াসনি শালা, আর এখন বড় লোকের শৌখিন বৌ দেখে পটকে গেলি ?

আয়নায় প্রতিফলিত নিজের প্রতিরূপ দেখছে সে আবার। সুন্দর কার্তিক কার্তিক চেহারা মাইরি একখানা তার। বস্তির কত মেয়ে-বৌ হেদিয়ে মরল যে তাকে দেখে। অবশ্য তার তাতে কোনও হেলদোল নেই। সেই কোন্ কালে মা-বাপ মরেছে। তারপর থেকে এ-দোর ও-দোর করেই তো মানুষ হয়ে গেল সে। জীবন যে বেশ গোলমেলে বুঝেওছে। তাই প্রেম-ফেমের আর ধার ধারেনি সে।

গালে একটা ব্রন বেরিয়েছে না ? হ্যাঁ, তাইতো। ডান গালে ঠিক সেইখানে বসন্তের ক্ষত চিহ্নটা, তার ওপরেই বেশ জাঁকিয়ে বসেছে ব্রনটা। ব্রনটার ওপর বার কয়েক হাত বোলালো সে। গালের ত্বক এমনিতে তার বেশ মসৃণ, কোথা থেকে একটা

উপদ্রব জুটলো যে এর ওপর। মনটা বেশ তিতকুটে হয়ে গেল তার। বিরক্তিতে আবার গালাগাল বেরিয়ে এল -- ধুস্‌স্‌ শালা ! শুয়োরের বাচ্চা ! এখন আবার একটা কেলেরেসিল কিনতে হবে ! আবার নিজের চোখ, দেখছে নিতাই। চোখ দুটোর ওপর তার বেশ দুর্বলতা। কিন্তু আয়নায় তার চোখের পাশে কার ও দুটো চোখ ? টানা দীঘল পল্লব ঘেরা, ঘন কৃষ্ণ ভ্রমর দুটো মনি যেন কাচের স্বচ্ছ আধারে বন্দি হয়ে মুক্তির জন্য অস্থির ! কার চোখ ও দুটো ? চোখ রগড়ালো নিতাই। ভুল দেখছে ? প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বার করে আয়নাটা ঘষে নিল সে। এইবারে নিশ্চিন্তে সে। ন্নাহ্‌, কোনও চোখ নেই। সব তার দেখার ভুল। কিন্তু কেন যেন ভাল লাগছে তার। কেন ? মনের মধ্যে একটা ফুরফুরে ভাব ? 'ধূস্‌স্‌ সালা।' কেমন লজ্জা লজ্জা লাগছে তার। ভীষণ লাজুক একটা হাসি হাসল সে। মাথা চুলকোচ্ছে। কী যে হল মাইরি। তুত্‌। ঘড়ি দেখল নিতাই। এগারোটা। বস্তি এখনও সরগরম। রাতের খাবারটা খেয়ে নেওয়াই মনস্থ করল। ঢাকা দেওয়াই আছে খাবার। পাশের ঘরের বুড়ির সঙ্গে মাসোহারা ব্যবস্থা করাই আছে। সেই খাবার দিয়ে যায় দু-বেলা। চৌকির ওপরেই রুমাল বিছিয়ে বসে পড়েছে নিতাই। লাউ চিংড়ি আর রুটি। সঙ্গে এক বাটি মোষের দুধ।

বেশ খুশি খুশি লাগছে এখন নিতাইয়ের। পেট ভরা থাকলে আর জিভের রসনা তৃপ্ত হল আর মানুষের কী চাই ? হাইও উঠছে এবার। অথচ ঘুমনো যাবে না। প্রতিদিন তার নাইট ডিউটি। টানা তিনদিন রোজগার নেই তার ওপর। আজ বেরোতেই হবে।

গেরস্থালীর শব্দ প্রায় কমে এসেছে। বস্তি প্রায় নিঃঝুম হওয়ার মুখে। দু-একে ঘরে যা রাতের বাসন ধোয়ার শব্দ। আরও একটু পরে সতর্কতার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ল সে। দোল পূর্ণিমা গেছে কদিন হল, এখনও চাঁদ ওঠে। তবে অন্যরকম রং তার। চাঁদের ঠিক পেছনে আশ্চর্য একটা তারা উজ্জ্বল হয়ে বস্তির বাঁধানো উঠোনে দাঁড়াতেই দৃষ্টি গেল তার সেই দিকে। মুহূর্ত স্থানুবৎ সে। মনটা কেমন করে উঠল তার আজ। কীরকম উদাস উদাস না ? কেমন মন যেন মনে নেই মনে নেই ভাব।

হালকাভাবে ঝেড়ে ফেলল নিতাই নিমেষেই মনের এই উদাসী রোগ। আজ মন যে কেন বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করছে তার সঙ্গে বুঝতে পারছে না সে। আরও একটু ভালভাবে চারপাশ দেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিতাই বস্তি ছেড়ে। তখনই পকেটে রাখা

মোবাইল ফোনটাতে ভাইব্রেশন টের পেল সে।

গুরুগম্ভীর গলা ওদিক থেকে বসের, এগারো বাই দুই পোস্টের গলিতে একশো সাতষট্টি নম্বর, গার্ড নিরঞ্জন আছে। অপেক্ষা করছে।

এ অঞ্চল নিজের হাতের তালুতে বন্দিতে তার। প্রতিটি মোড়, বাঁক, গলি, গর্ত, কালভার্ট নখদর্পনে।

বস্তি ছাড়তেই গার্ড সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা। ইশারায় বার্তা আদান-প্রদান হয়ে গেল পলকেই। আহ ভোররাতের আগে খোচরের গাড়ি আসবে না। নিশ্চিন্ত লাগছে এবার তার। ব্যবস্থা তাহলে সব পাকা।

মনে মনে স্মৃতিশক্তি ঝালিয়ে নিল নিতাই। একশো সাতষট্টি, তার মানে দশ মিনিটের হাঁটা পথ। কার বাড়ি ? আর একটু ভাবতেই ঝকঝক করে উঠল বাড়িটার চেহারা। হেডদিদিমনির বাড়ি। অসুবিধা হওয়ার কথা নেই কোনও।

মাথার ওপরে মরচে লাল চাঁদ। মরা জ্যোৎস্না। ঝিম ধরা পৃথিবী। হাঁটছে নিতাই। গন্তব্য তার জানা। এ অঞ্চলের সব কুকুর তার চেনা। ভালবেসেই সে তাদের নিয়মিত বিস্কুটটা, কেকটা খাওয়ায়। তাই দু-একজন প্রথমে তাকে দেখে আচম্বিতে ডেকে উঠলেও, মুহূর্তেই চুপ করে গেল। পায়ে পায়ে খানিকটা এগিয়েও এল তার যে যার নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত।

পৌঁছে গেছে নিতাই গন্তব্যে। ঘড়ি দেখল একবার। পৌনে দুটো।

প্রথমেই হাওয়াই চপ্পল খুলে ফেলল সে। তারপর ড্রেন পাইপ বেয়ে মসৃণ গতিতে নিমেষেই উঠে পড়ল দোতলার বারান্দা। এ তো তার ভীষণ চেনা। জানে সে এবার কোথায় যেতে হবে। কোথায় চোখ রাখতে হবে।

বাড়িটাকে গোল করে ঘিরে রাখা বারান্দার উত্তর-পূর্ব কোণের জানলার কাছে মার্জার

গতিতে পৌঁছল সে। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে ঘরে। হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে সে এবার নিজেই নিজের। মুহূর্তে সমস্ত ইন্দ্রিয় তার সজাগ। -- পারব না আমি। আমি আর যাব না। আমি শেষ হয়ে গেছি। কান্না আর দৃঢ়তা কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে মিলেমিশে জড়িয়ে যাচ্ছে।

পরিচিত জানলার খড়খড়ি ফাঁক করেছে সে। হাত কাঁপছে। চোখ রেখেছে সে জানলায়। মুহূর্তে চোখ বিস্ফারিত নিতাইয়ের। একী দেখছে সে।

লোকটা মেরে ফেলবে নাকি বৌটাকে। গলা টিপে ধরেছে লোকটা বৌটার। চাপা হিসহিসে তার গলার স্বর, যাবি না না ? যাবি না ? এখনও ভেবে বল্ ? যাবি কিনা ? মস্ত থাবাটা ক্রমশ নরম ফুলদানির মতো গলাটার উপর তীব্র হয়ে চেপে বসছে। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে বৌটার। কাঁপছে তার শরীর। সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে মৃত্যুকে।

নাহ্। আর তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। এই গত তিনদিনের যাবতীয় উদাসী মন খারাপ করা অনুভূতিটা নিমেষে আগুন হয়ে জ্বলে উঠেছে নিতাইয়ের মস্তিস্কে। মুহূর্তে তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত শরীরে আর ইচ্ছায়। সমস্ত বিস্মৃত সে। সজোরে ধাক্কা মেরেছে সে জানলায়। হুড়মুড় করে খুলে গেছে জানলা। চমকে ফিরেছে লোকটা। বৌটাকে ছেড়ে দৌড়ে এসেছে দরজা অভিমুখে। না, পালাবে না নিতাই। প্রস্তুত হয়েই আছে সে। শরীরের শক্তি তার কিছু কম নয়। আর ইচ্ছা শক্তির এমন প্রচন্ডতা আগে তো কখনই সে টের পায়নি। সবেগে বেরিয়ে এসেছে লোকটা দরজা খুলে। মুহূর্ত, নিমেষ ভুলে, দু-হাতে তুলে তাকে আছড়ে ফেলেছে নিতাই পলকেই। উঠে দাঁড়াবার আগেই লোকটাকে প্রচন্ড এক ঘুষিতে আবার ফেলে দিয়েছে মাটিতে সে। নাক ফেটে রক্ত ঝরছে মানুষ্টার। কপালে হাত দিয়ে বসে পড়েছে। বিস্ফারিত চোখে এখনও তাকে দেখে যাচ্ছে লোকটা। গোঙাচ্ছে। এতক্ষণে নিতাইয়ের হুঁশ ফিরেছে। ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে কাঁপছে বৌটি। আকস্মিকতায় স্তম্ভিত সে। বিস্ময়, ভয় ছড়িয়ে পড়েছে তার ভ্রমর চোখে।

এক মুহূর্ত, এক মুহূর্ত, সম্পূর্ণ ঘটনাটা চোখের সামনে দ্রুত গতিতে এখন নিতাইয়ের। এরপর ? কী করবে, কী তার করণীয় বোধগম্য হচ্ছে না তার। লোকটার দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করল সে। পা কাঁপছে এবার তার। হাট করে খোলা দরজা। ঘরে ঢুকতে পা সরছে না তার। তার চোখে পুড়ে যাচ্ছে যে। মনে পড়ছে তার, গত তিনদিন কীভাবে সে চোরের মতোই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে গেছে ঘরবন্দি দৃশ্য। ঘোর, প্রচন্ড এক ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে হৃৎস্পন্দন তার অশ্বগতিতে এখন।

২

আজ অন্যরকম একটা ভোর। তার এই লম্বা জীবনে এর আগে মাত্র দুবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল সে। এই নিয়ে তৃতীয়বার। কিন্তু কেন যেন এতটুকু ভয় লাগছে না নিতাইয়ের। জীবনে এই প্রথমবার অন্যরকম একটা অনুভূতি বুকের মধ্যে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে তার।

অন্তর্বাসের মধ্যে লুকিয়ে রাখা মোবাইলটিতে তখনই ভাইব্রেশন অনুভব করল সে। সন্তর্পনে ফোনটি বার করেছে নিতাই। ও প্রান্তে কণ্ঠস্বর -- সালা, কত নম্বরে তোর অপারেশন ছিল ? আর কত নম্বরে গিস্‌লি ?

নীরব নিতাই। কী বলবে সে নিজেই জানে না। চুপ করে আছে। ওদিক থেকে কাঁচা খিস্তি ছুটে আসছে -- সালা মাগীবাজী করার আর জায়গা পেলি না ? ভদ্দরলোকের বাড়ির মাগীর দিকে চোখ একেবারে। নে, বোঝ এবারে। লোকটা সালা হসপিটালে ! বুয়েছিস ? তোর তো জামিন হবে না ? কে ছাড়াবে তোকে ?

সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে ফোনের। খেয়ালই নেই নিতাইয়ের।

৩

-- চুরি করতে গিয়েছিলি ? বড়বাবু কড়া চোখে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। সুঁচের ডগার মতো তীক্ষ্ম তার দৃষ্টি।

-- না।

-- ক্‌কী ? ঘরের মধ্যে উল্কাপাত হলেও যেন এমন বিস্মিত হত না বড়বাবু ? বললেন, চুরি করতে যাসনি তো কী করতে গিয়েছিলি ?

মাথা হেঁট হয়ে ঘাড় থেকে ঝুলে পড়েছে নিত্যাইয়ের। উত্তর নেই।

ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে বড়বাবুর, বললেন, সত্যি কথা বল ? চুরি করতে গিয়ে লোকটাকে মারলি কেন ? ধরার পড়ার ভয় তো তোর মধ্যে ছিল না ? আমাদের দেখেও পালাবার চেষ্টা করিসনি ? পালাতে তুই পারতিসই, তাহলে ? কী করতে গিয়েছিলি ? সত্যি কথাটা বল্‌।

বড়বাবুর দৃষ্টিতে সামান্য নির্ভরতার আশ্বাস যেন। কী বলবে যে ! কেন যে সে পরপর চারদিন ওই বাড়িতে গিয়েছিল, তা কি তার নিজেরও জানা ? জানে না তা নয়, জানে সে। তবে সেই জানাকে তো তার নিজেরই বড় অবিশ্বাস। যে কথা নিজেরই অবিশ্বাস্য, সে কথা অন্যকে বলবে কী করে সে ? বিশ্বাস করানো তো দূরের কথা ?

পিঠে হাত রেখেছেন বড়বাবু তার, বললেন, সত্যিটা বল নিতাই। আমি পুলিশদের টিচার, বুঝলি ? এখানে আসার আগে পড়াতাম পুলিশদেরই। তুই বল আমাকে।

-- আমি জানি না স্যার ! সত্যিই এই মুহূর্তে তার মনে পড়ছে না যেন, কেন সে গিয়েছিল ওই বাড়িতে। কেন ?

-- ঠিক আছে, তুই গিয়ে কী দেখলি ? সেটা বল ? তোর তো জেল হয়ে যাবে নিতাই। আমাকে বল অন্তত। বাঁচাতে পারব হয়তো ঠিক ঠিক জানলে, কী দেখলি ? বল ?

-- লোকটা বৌটাকে বলছিল, যাবি কিনা বল ? বৌটা বলছিল, আমি আর পারছি না। আমি আর যেতে পারব না। আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি। লোকটা বৌটার গলা টিপে ধরেছিল স্যার, বলছিল, তুই যাবি না ? ভেবে বল ? ..., আমি স্যর কেমন হয়ে

গিস্‌লাম তখন। কথাগুলো বলতে পেরে হালকা, নির্ভার লাগছে এখন নিতাইয়ের।

-- এর আগেও গিয়েছিস ওই বাড়িতে ?

-- হ্যাঁ স্যার।

-- কী করতে ?

-- প্রথম দিন স্যার চুরি করতেই --। কিন্তু করিনি স্যার।

-- কেন ?

-- জানলা দিয়ে মেয়েটাকে দেখছিলাম স্যার। লজ্জা বোধ জড়িয়ে নিচ্ছে নিতাইয়ের কণ্ঠস্বর, জিভ।

-- প্রেমে পড়েছিস ? ভদ্রমহিলা সত্যিই সুন্দরী। কীরে ? ঘরের মধ্যে হাজার একটা বোমা বিস্ফোরণ হল যেন। সমস্ত জানা-অজানা তার বোধশক্তির বাইরে এখন।

-- বুঝতে পারছি।

-- কী স্যার ?

-- কিছু না ! দেখছি কী করা যায়।'

ভরসা পাচ্ছে নিতাই। এমন করে কেউ তাকে বলেনি তো কোনও কথা। পুলিশ বলতেই তার চোখ ভেসে ওঠে অশ্লীল খিস্তি আর রুলের গুঁতো।

ভরসা করে সে বলেই ফেলল, স্যর, লোকটা মরে গেছে কি ?

-- না। তবে ভালই মার মেরেছিলি ! হাড়গোড় ভেঙেছে ! কেন ?

মাথা নাড়ছে নিতাই -- এমনইই স্যর।

৪

জামিনে মুক্ত নিতাই। কড়কড়ে পাঁচ হাজার টাকায় জামিন হয়েছে তার।

আঠারো দিন বাদে ঘরে ফিরেছে সে। তকতকে ঝকঝকে করে রেখেছে পাশের ঘরের বুড়ি মাসি তার ঘর। ঘরে আলো জ্বালতে ইচ্ছা করল না নিত্যাইয়ের। আয়নায় নিজের মুখ দেখতে ইচ্ছা করছে না। চৌখুপী জানলা দিয়ে রাস্তার আলো যতটুকু প্রবেশ করেছে এই ঘরে, তাই যথেষ্ট ঘরটুকু আলোকিত হওয়ার জন্য।

শুয়ে পড়ল সে চৌকিতে। দ্রুত ক্লান্ত, এত শূন্য তো কোনওদিন এর আগে লাগেনি তার। বিড়ি খেতেও ভাল লাগছে না। ধরিয়েছিল একটা। জানলা দিয়ে ফেলে দিল আধ-খাওয়া বিড়িটা।

ধন্দে এখনও সে। জামিনের পয়সা কে দিল ?

বড়বাবু বললেন, তোর এক পিসিমা জামিনদার হয়েছে বুঝলি ? দিয়ে গেছে টাকা !

পিসিমা। নিজের মন, স্মৃতি হাতড়েও কোনও মই খুঁজে পাচ্ছে না সে তখন। তার তো কস্মিনকালে কোনও আত্মীয় নেই। বাপ-মা মরে যাওয়ার পর থেকে সে তো বেওয়ারিশ। তাহলে ?

স্মৃতি হাতড়াচ্ছে নিতাই। নাহ, কোনও মাসিমা, পিসিমা তার স্মৃতিতে নেই। ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে সমস্ত ন্নাহ্। আর ভাবতে পারছে না সে। আর ভাববে না। বড় শ্রান্ত

তার চোখের পাতায় এখন নানান দৃশ্য।

সাবধানে খড়খড়ি উন্মুক্ত করেছে সে এক জানলার। তার দৃষ্টি পুড়ে গেল নিমেষে। এক এক করে পোশাক উন্মোচন করছে এক ঊর্বশী। সম্পূর্ণ নগ্ন সে। এবার বিছানায় পড়ে থাকা ভ্যানিটি ব্যাগটি উন্মুক্ত করল সে। তোড়া তোড়া টাকা ঢালছে বিছানার ওপরেই। অনেকক্ষণ ধরে দেখল টাকাগুলো। তারপর অবহেলায় শুয়ে পড়ল বিছানার এক পাশে। আগুন নগ্ন সে তখনও।

দৃশ্যপট পরিবর্তিত হল পলকে, আজও একই দৃশ্য। পোশাক মুক্ত সে আগেই হয়েছে। লম্বা আরশির সামনে বসে কাঁদছে সে। এত আকুল কান্না কোনও প্রিয়জনের মৃত্যুতে ও সে কাউকে কাঁদতে দেখেনি আগে !

মনে পড়ছে, চোখে ভাসছে আরও এক দৃশ্য। আলোয় ভেসে যাচ্ছে ঘর। আজ সে নগ্ন নয়। চাঁপা হলুদ শাড়িতে সে। বিছানায় উপুর হয়ে বই পড়ছে।

কেউ একজন ভুলে যাচ্ছে, বারবার এই বাড়িতে সে কেন আসছে ! কেন আসে ! কেন গিয়েছিল !